আবদুল ওয়াদুদ নোমান

স্বপ্ন থেকে সংসার

রোদেলা
প্রকাশন

স্বপ্ন থেকে সংসার

আবদুল ওয়াদুদ নোমান

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২৩

© : সংরক্ষিত

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 12, UK £ 9

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
রেনেসাঁ পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৭৪৩ ৭৮৪৫৫০

পরিবেশক
কালান্তর প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-4-2

Sopno Theke Songsar
by **Abdul Wadud Numan**

Published by
Renesa Publication
+88 01743 784550
renesapublication@gmail.com
facebook.com/renesapublication
www.renesapublication.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

প্রিয়তমা স্ত্রীকে
এবং তাঁদেরও, যাঁরা দীনকে ধারণ করে
স্বপ্নসংসার সাজাতে চান।

সম্পাদকের কথা

কে আমি? এলাম কোথা থেকে? কী আমার অস্তিত্ব? যে 'আমি' ছিলাম অস্তিত্বহীন, পেলাম অস্তিত্ব, দুজন প্রিয় মানুষের কল্যাণে। বাবা-মায়ের ভালোবাসায়। একটি শব্দ, কবুলই আমার 'আমিত্ব'র অস্তিত্বে দূতিয়ালি করল। আজকের আমি, আগামীর আমরা, প্রকৃতির নির্দেশে ছুটে চলা অনিবার্য গন্তব্যের পথে।

আপনি শিশু ছিলেন। মায়ের কোলে বাবার কাঁধে চড়ে বড় হয়েছেন। শৈশবে শিশুসুলভ সুখের দরকার ছিল, সেটাও পেয়েছেন। এরপর সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অনির্দিষ্ট যাত্রা। মধ্যখানে, এই সময়ে, সেই সময়ে, সব সময়ে এই যে আমরা—আমাদের বৈধ অস্তিত্বে জীবনের বাঁকগুলো, মুখ তুলে তাকানোয়, বিয়েশাদির আয়োজনে জীবনের প্রয়োজনে।

বিয়ে—উচ্চারণ করতেই লজ্জা লজ্জা ভাব। একজনের প্রস্তাবে অপরজন সম্মতি জানাবেন। বলবেন—কবুল। ওহ! কী চমৎকার লাগবে দুজনকে। কী স্মরণীয় মুহূর্ত হবে এটি। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই মানুষ একে অন্যের হবেন। একে অন্যের ভালোবাসায় সিক্ত হবেন। কী মধুর কাহিনি রচিত হবে!

এতদিন ছিলেন যিনি একা, পেয়ে যাবেন নতুন সঙ্গীর দেখা। ভালোবাসায় সিক্ত হবেন দুজনে। রূপে-গুণে ধন্য হবেন এই জনম আর শেষ জনমে। থাকবেন মিলেমিশে, সুখ-দুঃখ, ঝড়-ঝঞ্ঝাটে। থাকবেন পাশে পরস্পরে, সব সময়। এভাবেই চলুক। চলতে থাকুক। জমে উঠুক খেলা। যেখানে পরাজয় নেই, আছে শুধু জয়। কেউ হারে না। এভাবে চললে একদিন আলোকিত হবে ঘর, সমাজ, দেশ ও দশ।

তবে যৌবনে স্বাভাবিকভাবেই পরের কাঁধে ভর করে চলার সুযোগ থাকে না। একদিকে দরকার হয় অন্ন ও বস্ত্র, যা নিজের কামাই দিয়েই জোগাড় করতে হয়। আরেকদিকে দরকার হয় শারীরিক কিছু চাহিদা পূরণ ও নিজের সুখ-দুঃখগুলো শেয়ার করার মতো একজন বন্ধু। জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে সেটাও পূরণ করলেন। এরপর একটা জীবন আসে, যার নাম বার্ধক্য। এই বার্ধক্য এক বন্ধু দিয়ে চলে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই পারস্পরিক সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন পড়ে। সেই সাথে বার্ধক্যজনিত কারণে সন্তানসন্ততি ও নাতি-নাতনিদের অনেকটা মুখাপেক্ষীও হতে হয়। এভাবেই প্রতিটি মানুষের পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু আপনি যদি জীবনের এই উত্থান-পতনকে না বুঝে স্রেফ যৌবন নামের জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশের জন্য বিয়ে করেন, তাহলে আপনি জীবনকে বুঝতে পারেননি এবং চিরতরে হেরে গেছেন। আর যৌবনের পরিসমাপ্তির পর যে জীবন আসে, তাতে আপনি নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব ও অতিশয় তিক্ততাপূর্ণ একটা সময় অতিবাহিত করে আপনার অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।

তবু মানুষ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন, মন-মানসিকতাও তাই ভিন্ন ভিন্ন। এ জন্য বিভিন্ন সমস্যায় শেষপর্যন্ত ডিভোর্সের কথা আসে। কিন্তু ডিভোর্সের আগেই যদি উভয়ে একটু ভাবতেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করতেন যে, এটা তো স্রেফ দুজনের সমন্বিত জীবন নয়, এই যুগলজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরো একটা সমাজ, অথবা দু-দুটো সমাজ, অথবা এই জীবনের সাথেই জড়িয়ে আছে আপনাদের অমরত্বের সূত্র; তবে নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই জিতে যাবেন এবং তা-ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

একটি সুন্দর ও নিষ্কলুষ আগামীর জন্য তরুণ আলিম, লেখক ও আলোচক মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ নোমান *স্বপ্ন থেকে সংসার* গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক চমৎকারভাবে কুরআন-হাদিসের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন একজন মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কের আগাগোড়া। যেমন দেখিয়েছেন সংসারের শান্তি-সুখের ঠিকানা, তেমনি রোগ নির্ণয় করে দরদি কথামালায় বুঝিয়েছেন সংসারের অশান্তির কারণ ও প্রতিকার। ফলে গ্রন্থটি পেয়েছে ভিন্ন এক মাত্রা।

গতানুগতিক দাম্পত্যজীবন নিয়ে চটকদার ও রসালো আলাপের বাইরেও যে দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখের বর্ণনা দেওয়া যায়, সেটায় তিনি দেখিয়েছেন মুনশিয়ানা। প্রয়োজনী টীকা এবং হাদিসের মান উল্লেখসহ ভিন্ন ধাঁচের এই গ্রন্থটি পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন এর মান ও শান।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি কবুল করুন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দিন। গ্রন্থের কোথাও কোনো অসংগতি নজরে পড়লে আমাদের জানাবেন, পরবর্তী মুদ্রণে শুধরে নেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইলিয়াস মশহুদ
২৪ জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশকের কথা

বিয়ে আদিকাল থেকেই নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনযাপনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সব ধর্মেই বিয়ে স্বীকৃত একটি বিষয়। ইসলামে বিয়েকে নিসফুল ইমান বা ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। কারণ, সামগ্রিকভাবে বৈধ ও সুখময় দাম্পত্যজীবনের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও সুশীল সমাজ তৈরি হতে পারে। তাই বিয়েকে কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের উপলক্ষ্য বানানো মারাত্মক ভুল। কেননা, বিয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো সম্পর্ক তৈরি হয়। বিয়ের মাধ্যমেই মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের বিকাশ ঘটে। উত্তরাধিকার-সম্পদের আলোচনা আসে। ভরণপোষণের দায়িত্ব আসে। বিয়ের মাধ্যমে আয়-রোজগার এবং ধর্মীয় অন্যান্য বিধান পালনে নারী ও পুরুষের পরীক্ষা হয়। মানবিক উত্তম চরিত্র ও গুণাবলির প্রকাশ ঘটে।

ইসলামে নিয়ম হলো বালিগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় যৌবনের তাড়নায় তারা যদি পাপে জড়িয়ে পড়ে, তার পাপের ভার বাবা-মায়ের ওপর পড়বে। যদিও আমাদের সমাজে বিয়েকে কঠিন করে ফেলা হয়েছে। সহজ এই বিষয়কে কেন কঠিন করা হয়েছে, সেটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হতে পারে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা আমাদের জায়গা থেকে সামান্য প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র।

মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ নোমান *স্বপ্ন থেকে সংসার* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এটি রেনেসাঁ পাবলিকশনের প্রথম বই। তাঁর বই দিয়েই আমরা রেনেসাঁর পথচলা শুরু করছি।

শত ব্যস্ততার পরও বইটি আগাগোড়া দেখেছেন কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক ও সম্পাদক মুহতারাম আবুল কালাম আজাদ। মুহতারাম ইলিয়াস মশহুদ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। এ ছাড়া মুহতারাম মুতিউল মুরসালিন ভাষা-সম্পাদনার কাজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন।

মুহাম্মাদ আবুল বাশার
প্রকাশক
২৪ জানুয়ারি ২০২৩

সূচিপত্র

স্বপ্নকথা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

বিয়ে # ১৫

এক : বিয়ে ও ইসলাম ১৫
দুই : ইসলাম যেভাবে বিয়ের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেছে ২০
তিন : সুখময় জীবন পরিচালনায় বিয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজীয়তা ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনসঙ্গী নির্বাচন # ২৯

এক : বিয়ের উদ্দেশ্য কী ২৯
দুই : উত্তম জীবনসঙ্গিনী ৩১
তিন : স্বপ্নের রাজকুমার ৩৮
চার : লাভ ম্যারেজ ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

বিয়ের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা # ৫১

এক : প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ৫১
দুই : আমাদের সমাজে বিয়ের প্রস্তুতির নমুনা ৫২
তিন : কখন বিয়ে করবেন ৫৮
চার : বিয়ের বয়স ৬৪
পাঁচ : কনে দেখা ৭০

চতুর্থ অধ্যায়

বিয়ের নানা আয়োজন # ৭৭

এক : বাগদান ও বিয়েবাজার ৭৭
দুই : পিত্রালয় থেকে প্রদত্ত উপহার ৮১
তিন : বরযাত্রী ৮৪
চার : বিয়ে পড়াবেন কীভাবে ৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

মোহর # ৯১

এক : নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তায় মোহর ৯১
দুই : মোহর সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ধারণা ৯৩
তিন : মোহর পরিশোধের দুই পদ্ধতি ৯৫
চার : মোহর সম্পর্কিত প্রচলিত অন্ধকারগুলো দূর করার কিছু উপায় ৯৬
পাঁচ : মোহর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ৯৭
ছয় : মোহর সম্পর্কিত কিছু হাদিস ৯৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাসররাত ও ওয়ালিমা # ১০০

এক : বাসররাত : কী করবেন কী করবেন না ১০০
দুই : ওয়ালিমা : প্রকৃতি ও বাস্তবতা ১০৫

সপ্তম অধ্যায়

দাম্পত্যজীবনের বিভিন্ন দিক # ১১০

এক : দাম্পত্যজীবনে যেসব বিষয় লক্ষ রাখবেন ১১০
দুই : দাম্পত্যজীবনে যেসব বিষয় থেকে দূরে থাকবেন ১১৩

অষ্টম অধ্যায়

সংসার-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সচেতনতা # ১১৬

এক : উপকরণ সরবরাহে সচেতনতা ১১৬
দুই : অসুবিধা দূরীকরণে সচেতনতা ১১৭

তিন : স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিষয়ে সচেনতা ১১৭
চার : তালিম-তারবিয়া ও নেগরানির ক্ষেত্রে সচেতনতা ১১৯

নবম অধ্যায়

নববি-দাম্পত্যের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক # ১২২

এক : তিনি সহধর্মিণীর হৃদয়ের ভাষা বুঝতেন ১২২
দুই : স্ত্রীরা দুঃখ পেলে নবিজি ﷺ তাঁদের সান্ত্বনা দিতেন ১২৩
তিন : স্ত্রীদের গুরুত্ব দিতেন নবিজি ১২৩
চার : নবিজি ﷺ মাঝেমধ্যে স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে ঘুমাতেন ১২৪
পাঁচ : নবিজি ﷺ স্ত্রীর মাধ্যমে চুল আঁচড়িয়ে নিতেন ১২৪
ছয় : নবিজি ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে একই পাত্রে খাবার খেতেন ১২৪
সাত : ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে নবিজি ﷺ স্ত্রীদের চুমু খেতেন ১২৫
আট : নবিজি ﷺ ঘরের কাজেও স্ত্রীদের সাহায্য করতেন ১২৫
নয় : নবিজি ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন ১২৫
দশ : নবিজি ﷺ সাধ্যমতো স্ত্রীদের চাহিদা পূরণ করতেন ১২৬
এগারো : নবিজি ﷺ মাঝেমধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতা করতেন ১২৬
বারো : নবিজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের আদুরে নামে ডাকতেন ১২৭
তেরো : সুগন্ধি ব্যবহার করতেন ১২৭
চৌদ্দ : নবিজি ﷺ স্ত্রীর কাছে শরীর গরম করতেন ১২৮

দশম অধ্যায়

মুখোমুখি এবং ভুল বোঝাবুঝি # ১২৯

এক : মানিয়ে নেওয়া, ঝালিয়ে নেওয়া ১২৯
দুই : ভুল বোঝাবুঝি হলে কী করবেন ১৩১

স্বপ্নকথা

সমাজের প্রত্যেক মানুষই একেকজন পর্যবেক্ষক। নিজ যোগ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করেন নিজের চারপাশ। আর যদি কেউ সমাজঘনিষ্ঠ কোনো পেশায় নিয়োজিত থাকেন, তবে তো সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোও পরখের সুযোগ হয়ে যায়। আমার এক যুগের পেশা প্রায় এমনই। বলা যায়, সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে হেঁটে হেঁটে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। ভেতরে ঢুকলেই আপনি এর ছাপ ও তাপ অনুভব করতে পারবেন।

বর্তমানে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন একটা বিষয়ের নাম বিয়ে। বিয়ের নাম শুনলে বর-কনে কিংবা অভিভাবক সবাই পেরেশান হয়ে যান। নানা রকম দুশ্চিন্তা ও উদ্‌বেগে ভোগেন। আমাদের সমাজে বিয়ে ব্যাপারটা যে কতটা কঠিন ও জটিল, তা বিয়ের প্রস্তুতি নিতে বছরের পর বছর চলে যাওয়া থেকেই বুঝে আসে। অথচ ইসলাম বিয়েকে সহজ করেছে। উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা তৈরি নয়; বরং জীবনে প্রশান্তির হিমেল হাওয়া বইয়ে দিতেই এসেছে বিয়ের বিধান। তাহলে এত জটিলতার পেছনে কারণ কী? কী কারণে বিয়ে এত কঠিন?

অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ বিয়ের পিঁড়িতে বসে। সবারই প্রত্যাশা থাকে সারাটা জীবন একসঙ্গে থাকার। একাকার হয়ে চলার। কেউই চায় না জুটিবদ্ধ জীবনটা জরাগ্রস্ত হোক। তবু কেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের কোমল স্বপ্নগুলো? কেন দাম্পত্যকলহ আমাদের পিছু ছাড়ছে না? বিচ্ছেদের হার কেন দিন দিন বাড়ছে? সুখগুলো কোন অজানায় হারিয়ে যাচ্ছে? শব্দ-বাক্য কিংবা তথ্য ও তাত্ত্বিকতার কোনো জটিলতার আশ্রয় না নিয়ে অত্যন্ত সাদামাটা ভঙ্গিতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মেলাতে চেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থটির পাতায় পাতায়।

বিয়ে ও দাম্পত্য-সংক্রান্ত প্রচুর গ্রন্থ আছে বাজারে; কিন্তু মোটামুটি মানসম্পন্ন দুটি গ্রন্থও আপনি হুবহু একরকম পাবেন না। একেকটা গ্রন্থ একেক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, একেক বিষয় ফোকাস করে লেখা। তাই সবটারই আলাদা আবেদন আছে। এই গ্রন্থও কিছুটা ব্যতিক্রম ও শূন্যতার জায়গা স্পর্শ করবে বলে আমার বিশ্বাস। গ্রন্থটি

পড়ে আরেকটু সহজ-সুন্দর ও অর্থপূর্ণ জীবন গড়ার আগ্রহ যদি কারও মনে জাগে, ভুলেভরা রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ যদি অনুভব হয়, তবেই আমার তৃপ্তি ও আনন্দ।

গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজ করেছেন মুহতারাম ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় নোট দিয়েছেন কালান্তর প্রকাশনীর সম্পাদক ও প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ। এ ছাড়া রেনেসাঁ পাবলিকেশনের আবদুল ওয়াদুদ মাহদি গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমত কবুল করুন এবং একে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

আবদুল ওয়াদুদ নোমান
২৩ জানুয়ারি ২০২৩
awadudnuman@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

বিয়ে

এক. বিয়ে ও ইসলাম

বিয়ে মানে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ এক পবিত্র বন্ধন। আত্মার সঙ্গে আত্মার প্রাণময় মিলন। অবারিত প্রশান্তি, ভালোবাসা ও হৃদয়ময় জীবন। নবি-রাসুল ও সাহাবিদের অনুপম আদর্শের অনুসরণ। সামগ্রিকভাবে মানব-ঐক্য ও সংহতির প্রাথমিক উৎস। পৃথিবীতে মানব-বংশধারা টিকিয়ে রাখার বৈধ মাধ্যম। সর্বোপরি মানবপ্রকৃতি ও চাহিদার প্রতি আল্লাহর অনুমতি ও স্বীকৃতির আরেক নাম বিয়ে, যাতে আছে অনিঃশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শৃঙ্খলা।

মানব-ইতিহাসের প্রথম বিয়ে হয় জান্নাতে। আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর মাধ্যমে। এরপর দুনিয়াতেও শুরু হয় এই ধারা। সেই থেকে আজ; থেমে নেই এ ধারা। বংশবিস্তার হচ্ছে, বিয়েও চলছে। নবি-রাসুল, রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, ধার্মিক-অধার্মিক সব শ্রেণিপেশার মানুষ বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে সব কালের সব জাতি-গোষ্ঠীই। কোনো সম্প্রদায়ই একে এড়িয়ে চলেনি; কিন্তু কিছুকাল থেকে মানবসভ্যতায় বিয়ে সম্পর্কে দুটি ভ্রান্ত মতবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—ছাড়াছাড়ি ও বাড়াবাড়ি।

১. ছাড়াছাড়ি

ছাড়াছাড়ির দর্শন ও ধর্ম যারা লালন করেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে, জীবন থেকে বিয়ের নামগন্ধ একদম মুছে ফেলতে হবে। যেকোনো যৌন-তৎপরতাকে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির পরিপন্থি ও অশুচি মনে করতে হবে। এদের ধর্ম ও দর্শনের ফলে চিরকুমার, সংসারত্যাগী ও যাজকশ্রেণির জন্ম। মানসিক বিকারগ্রস্তদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এরা বিয়েকে ভালো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে তো দূরে থাক; বরং শয়তানের বাহন মনে করে।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের মাতা-পিতা যদি শয়তানের এ বাহনে না চড়তেন, তবে কি তারা এই পৃথিবীতে আসতে পারত? অথবা তাদের বক্তব্য মেনে যদি পৃথিবীবাসী শয়তানের এ বাহন না চড়ে, মানে বিয়ে না করে, তাহলে আগামী ১০০ বছর পর পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে? মানবজাতির অস্তিত্ব থাকবে? কোনো মানব-বসতি চোখে ভাসবে? পৃথিবী কি বিরানভূমিতে পরিণত হবে না? তাহলে তাদের উদ্দেশ্য কী?

তাদের এ দাবি শুধু অযৌক্তিকই নয়; বরং মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহও। এ সম্পর্কে শরিয়তের কথামালা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, প্রকৃতিবান্ধব এবং বাস্তবধর্মী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾

হে মুমিনরা, আল্লাহ যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা মায়িদা : ৮৭]

এখানে আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা আমরা নিজেরা নিজেদের ওপর হারাম করে নিতে নিষেধ করেছেন। আর বিয়ে তো সর্বজনবিদিত একটি বৈধ ও পবিত্র বন্ধন। সুতরাং একে হারাম কিংবা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির পরিপন্থি মনে করা অবশ্যই আল্লাহর বিধানের সীমালঙ্ঘন করা। সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন,

رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

নবিজি ﷺ উসমান ইবনু মাজউনকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। যদি তিনি তাঁকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।[১]

আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনে বেশি আগ্রহ ছিল সাহাবিদের মধ্যে। এ জন্য তাঁরা চেয়েছিলেন বিয়ে থেকে বিরত থেকে সন্ন্যাস জীবন ধারণ করতে; কিন্তু নবিজি তাঁদের এ প্রস্তাব উল্লিখিত হাদিসের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন বিয়ে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির পরিপন্থি বা অশুচিকর কিছু নয়। নবিজি ﷺ বলেন,

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَه لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

[১] সহিহ বুখারি : ৫০৭৩।

আমি তোমাদের মধ্যে অত্যধিক ধার্মিক ও আল্লাহভীরু। তবু আমি রোজা রাখি এবং রোজাবিহীন থাকি, আমি নামাজ পড়ি এবং ঘুমাই আর আমি বিবাহিত জীবনযাপন করি। সুতরাং যে আমার পথ থেকে বিমুখ হয়, সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।[২]

এই হাদিসে মানবপ্রকৃতির দাবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো বিয়েও অবশ্যই করতে হবে। নাহয় নবিজির পথের সঠিক অনুসরণ হবে না। এ ছাড়া এতে কঠোর হুঁশিয়ারিও রয়েছে।

২. বাড়াবাড়ি

আর যাদের দর্শন ও সভ্যতা বাড়াবাড়ি লালন করে, তারা সব ধরনের নীতি-নৈতিকতার বাধা সরিয়ে প্রবৃত্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে চান। বিয়ে তাদের কাছে অনর্থক একটা ঝামেলা। তাদের ভাষায় যৌন-সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মতিতে, যার সঙ্গে ইচ্ছা তার সঙ্গে। যতক্ষণ ভালো লাগে ততক্ষণ। আকদ-বিয়ে নিষ্প্রয়োজন। এমনকি কেউ যদি সমলিঙ্গ, পুতুল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুও নিজের জন্য বেছে নেয়, তবু তা নিন্দনীয় কিছু নয়।

এই দর্শন ও সভ্যতা যে কতটা জঘন্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা অসংখ্য অপরাধের হোতা। ইভটিজিং, ধর্ষণ, নারী-নির্যাতন, মাদকাসক্তি, সমকামিতার মতো জঘন্য কাজ তো এ সভ্যতারই বিষফল। জরায়ুর স্বাধীনতাকামী এ সভ্যতাই ব্যাভিচার ও বেশ্যাবৃত্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক রূপ দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সোনালি সম্পর্ক করেছে নষ্ট। বিদায় করেছে পারিবারিক বন্ধন।

এ বাড়াবাড়ি শুধু ব্যক্তিজীবনকে কলুষিত ও অশান্ত করেনি; বরং পরিবারসহ গোটা সমাজকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে গেছে। এ সভ্যতা আর পশুত্ববাদে কোনো পার্থক্য নেই। এ সভ্যতায় কোনো শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ। ফলে ভদ্র ও সভ্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর দর্শন ও সভ্যতা এমন হতে পারে না। এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কত উন্নত ও নিয়ন্ত্রিত, কত সমাজবান্ধব! আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

যারা স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্যসব পন্থা থেকে নিজেদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে (তারা সফল), তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদের

[২] প্রাগুক্ত : ৫০৬৩।